Sustainable development (2017 --- 2018)

Episode 36 : Agriculture Diversity

রচনাঃ - সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত ।

চরিত্রঃ - সাঁওতাল মেয়ে মতিয়া, শুগুনি, জয়াদি, সত্যবান, দিঘি, সুমন

পট - ১

(হালকা সাঁওতালি মিউজিকের এফেক্ট)

(পুরুলিয়ার পাহাড় সংলগ্ন গ্রামের পটভূমিকায় ... তাই কথায় স্থানীয় টান থাকবে)

মতিয়া - (চেঁচিয়ে ডাকবে) কিরে শুগুনি, তু যাইবেক নাই ... উদিকে তো সব্বাই চৈলে গেল ...পরব তো লেইগে গেল বটে .....

শুগুনি - এই তো রে হইয়ে গেছে কাপড় টুকু জড়িয়ে নেইরে ... আয় না ঘরে আয় ...

মতিয়া - অ ... তর ভাইটা কই রে?

শুগুনি - (খিল খিল করে হেসে) বাহ বাব্বা উত তো কোন সক্কালে বেইরে গেছে ... আজ তো সে বাঘ সাইজবেক বটে এই রোহিন পরবে!! (হি হি করে হাসি দুই মেয়ের)

মতিয়া – মাদলের তালে তালে নাচের লেগে আমারও আর তর সরছেনা রে!

মতিয়া - বাঃ ব্বা, তর কাপড়টা কি দারুণ দেইখতে রে ...

শুগুনি - হু, সদর থিকা বাপু এইনে দেছে আজকের দিনটাতে পরবার লেগে ... তরটাও খুব সনদর ...

মতিয়া – নে নে চল চল দেরি করিস না .....

শুগুনি - হু চল চল .....

(দূর থেকে ভেসে আসে সাঁওতালি সুর আর মাদলের শব্দ)

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

(পট –২)

ভাষ্য - কি এই রোহিন পরব? কি এর বৈশিষ্ট্য? তা জানতে হলে বুঝতে হবে প্রকৃতির রাজ্যের নিয়ম এবং সেই নিয়ম পালনে কার কার কি কি ভূমিকা ... যেমন সেই কোন আদিকাল থেকে এই প্রখর জৈষ্ঠ্যে চারদিকে অজস্র পাখী, কাঠবিড়ালী, বানর, পশুপাখি ও নামানুষ প্রাণীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই উদ্ভিদ, অরণ্য বাঁচিয়ে রাখতে বীজবিস্তারের কর্মকাণ্ডে পালন করে চলেছে তাদের ভূমিকা .....

(হালকা মিউজিকাল এফেক্ট)

প্রশ্ন ওঠে তাহলে বীজ বিস্তারের ক্ষেত্রে মানুষের কি কোনও ভূমিকা ছিলনা বা নেই ? উত্তর হল নিশ্চয় ছিল এবং আছে আর তা পালিতও হচ্ছে নিজস্ব ধারায় ...(থেমে) তবে বর্তমান যুগে আধুনিক মানবসমাজের কর্মকাণ্ডের কথা বলছিনা কিন্তু "ইতিহাসলিপি" হারা স্থানীয় আদিবাসিরা আজও যে ভাবে বীজ ছড়ানর কাজে পালন করে চলেছে তাদের ভূমিকা তা অনস্বীকার্য ... তারই অঙ্গ এই রোহিন পরব .....

জৈষ্ঠ্য মাসে রোহিণী নক্ষত্র দেখে রোহিন পরব এবারেও ক্ষীণ ভাবে পালন করা হল পুরুলিয়ার পাহাড় অরণ্য সংলগ্ন গ্রামে যথা, বাঘমুন্ডি, বুরুয়াকোচা দুয়ারসিনি, সারজংডিহি,মাতকোমডিহি গ্রাম গুলিতে, ... সব রকম অপ্রচলিত বীজ সংগ্রহ করে ও গ্রামের মাঠে ও রাস্তায় টোকাই বাচচাদের রঙ মাখিয়ে বাঘ, বানর, ভালুক সাজিয়ে নিয়ে প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে বীজ ছড়ানো পরব হল এই রোহিন পরব ....

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

(কাকভোরে জয়া রায় তাঁর বসবার ঘরে বসে... রেডিয়ও চলছে, হালকা ভোরের সুর বাজছে ... পাখির ডাকের সঙ্গে পরিচারিকা সুধি চায়ের কাপ নিয়ে এল)

পরিচারিকা - এই নাও তোমার লেবুচা, দেখ আর চিনি লাগবে কিনা ?

জয়া - (চামচ চায়ে নাড়ার শব্দ, চুমুক দিয়ে) আঃ খুব ভালো হয়েছেরে সুধি ... না আর চিনি লাগবে না, এই গরমে লেবুর স্বাদ আর গন্ধ দারুণ লাগছে রে হ্যাঁরে আমাকে এক ফ্লাস্ক এই চা করে দিয়েছিস তো? নিয়ে বেরবো ...

পরিচারিকা - দিইয়েছি গো দিয়েছি ... সঙ্গে বিস্কুটের প্যাকেটও দিয়েছি ...

জয়া - আহা, এই না হলে আমার সুধি বেটি !!

(মোবাইল ফোন বেজে ওঠে)

জয়া - হ্যালো, কে কে বলছেন?

অপর কন্ঠ - আমি বাঘমুন্ডি ধুন্ধিখাপের সত্যবান সিংসর্দার বলছি,

জয়া - আরে সত্য যে, কত দূরে তোমরা? ...

সত্য - জয়াদি, আমরা আর আধ ঘন্টার মধ্যে আপনার দরজায় পৌঁছে যাব ...

জয়া - আমি একদম রেডি হয়েই আছি ... চলে এস ...

(একটু পরেই রেডিওর মিউজিক চলার মধ্যেই গাড়ির হর্ন বেজে ওঠে)

জয়া - ঐ যে ওরা এসে গেছে ...(চেঁচিয়ে) সুধি ... অ সুধি ... সিধুমা, আমি বেরচ্ছি ...

সত্যবান - নমস্কার দিদি, নমস্কার ... আসুন আসুন ... আপনি সামনের সিটে বসুন, (গাড়িতে ওঠার এফেক্ট) ... ড্রাইভার চল গাড়ি স্টার্ট কর ..... (গাড়ি স্টার্ট করা ও চলার আওয়াজ...)

জয়াদি, ওরা কাল রাতের ট্রেনে পুরুলিয়া এসেছে রোহন-উৎসব দেখবে বলে, আলাপ করিয়ে দেই এরা হল .....

সুজন - আমি সুজন

দিঘি - আমি দিঘি ...

সত্য - আর এই আমাদের জয়াদি (সকলের "সুপ্রভাত" "নমস্কার" ও সৌজন্য বিনিময়)

জয়া - সুজন, দিঘি তোমাদের এই উৎসাহ দেখে আমার খুব ভাল লাগছে ... আমিও আবার বহু বছর পর এই "রোহন" উৎসব দেখতে চলেছি

দিঘি - এটা এই অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ তাইনা?

জয়া - ঠিক বলেছ ... শুধু তাই না প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা, জীব বৈচিত্র টিঁকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও এর মূল্য অনেক ...

সুজন - হ্যাঁ, সত্যদাও বলছিলেন সেকথা ...

জয়া - সত্য তোমার মনে আছে সেইসব গানের লাইন গুলো ... সেই অসংখ্য গান যার অর্থ – "কাঁচা ফল পেড়ো না, কাঁচা ফল তেতো, কাঁচা ফল টক, পাকা মিষ্টি ফল খাও, বীজ রাখ মাটিতে, সিংবোঙা তাপ দেবে, বৃষ্টি দেবে জল, মাটি মায়ের কোলে জন্ম নেবে ছোট্ট চারাটি"

সত্য – (সুর করে গেয়ে ওঠে) "কাঁচা ফল পেড়ো না, কাঁচা ফল তেতো, কাঁচা ফল টক, পাকা মিষ্টি ফল খাও, বীজ রাখ মাটিতে, সিংবোঙা তাপ দেবে, বৃষ্টি দেবে জল, মাটি মায়ের কোলে জন্ম নেবে ছোট্ট চারাটি" (সাঁওতালি সুর আরোপ করতে হবে)

জয়া –সিংবোঙা মানে বুঝেছতো তোমরা?

দিঘি – সূর্য তাইনা?

জয়া – একদম ঠিক ... আচ্ছা সত্য তোমার মনে আছে আমি যেবার এই রোহন পরবে যোগ দিয়েছিলাম তুমি তো তখন বেশ ছোট ছিলে

সত্য – তাতে কি ... ভালই মনে আছে দিদি আমরা খুব মজা করেছিলাম... আপনি ভালুক সেজেছিলেন ... (শুনে সকলেই হেসে ওঠে)..... তাছাড়া সেই সাপে কামড়ানোর প্রতিষেধক কাঁচা আষাঢ়ীয়া ফল দেখে আপনি কয়েকটা সংগ্রহ করেছিলেন ...

জয়া – আরে তোমার তো দেখি সব মনে আছে ...

সত্য - তারপর সেই ফল খাওয়া হল... বুঝলে তো সুমন, দিঘি,... দিদির তো বিস্ময়ের শেষ নেই

সুমন- (বিস্মিত হয়ে) সাপে কামড়ানোর প্রতিষেধক কাঁচা আষাঢ়ীয়া ফল খেয়েছিলেন আপনি !!!

জয়া – হ্যাঁ, খেয়েছিলাম ... যার বৈজ্ঞানিক নাম (Capparis horrida) সে এক অভিজ্ঞতা!!!

সত্য – এই যে এত ধরণের বীজ আর তার থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, ফসল এবং তাকে ঘিরে যে জীববৈচিত্র ও মাটির স্বাস্থ্যরক্ষা সবই কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতকেই সুরক্ষিত করে। আর সেই বার্তাই দেয় এই সব পরব, উৎসব ও রীতিনীতি...

দিঘি – কিন্তু এই আধুনিক যুগ কতটা মান্যতা দেয় এই সবকিছুকে?

জয়া – না না তারাও মান্যতা দেয় কিন্তু তারা তাদের মতন করে ভাবে বা কাজ করে ... দেখ, একই জমিতে বিভিন্ন ফসল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষ করার যে উপকারিতা সে সম্বন্ধে আজ আর কারো সন্দেহ নেই তাই সারা বিশ্বের সচেতনতায় ১৯২০ সালে দানা বাঁধে বীজব্যাঙ্কের ধারণা ...

সুমন – বীজব্যাঙ্ক ?

দিঘি – অদ্ভুত তো !!

জয়া – হ্যাঁ, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে "বিশ্ব বীজব্যাঙ্ক",আর ২০০৮ সাল থেকে স্বেলবারদ (Svalbard) এর বিশ্ব বীজব্যাঙ্ক প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে বীজ জোগান দেয়।

দিঘি – কি ভাবে এই ব্যাঙ্ক কাজ করে তা খুব জানতে ইচ্ছে করছে ...

সুমন – বীজগুলির সংরক্ষণই বা হয় কি করে?

সত্য - স্বেলবারদ (Svalbard) বীজব্যাঙ্কটি মেরু অঞ্চলের এক দ্বীপের পাহাড়ের গভীরে অবস্থিত ... সেখানে ভল্টের ভিতরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে বীজগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা আছে ...

দিঘি – দিদি, কিছুদিন আগে ইন্টারনেটে দেখছিলাম যে বিদেশে বিভিন্ন দেশে মাটি বা (soil) সয়েলএর পুঁটুলির মধ্যে বীজ দিয়ে হেলিকপটার থেকে ফেলা হচ্ছে এর ফলে বিরাট এলাকায় খুব তাড়াতাড়ি বীজ ছড়ানর কাজ করা যাচ্ছে .....

জয়া – হ্যাঁ, বিস্তীর্ণ এলাকায় অরণ্য সৃষ্টির জন্য বৃক্ষ রোপণের তুলনায় এ এক ফলদায়ী প্রক্রিয়া ...

সুমন – আচ্ছা দিদি, এই রোহন পরব ছাড়া আর কি কোনও এই ধরণের উৎসব বা পরব আছে?

জয়া – আছে তো!! এর পর হবে ধানের বীজ ছড়ানোর জন্য 'এরো' (সাঁওতালী) উৎসব, আর আছে "হে ঝেঁপে আসা বৃষ্টি, সবুজ অরণ্যের শান্তির হাওয়া, ছোট্ট অঙ্কুর, ছোট্ পাখি, শিশুদের দয়া কর" এই প্রার্থনা নিয়ে "অরণ্যষষ্ঠী" ...

সত্য – (আবিষ্ট গলায় বলে ওঠে) "ঝিপিঝিপি দা মে, হরিয়েরগে হয়দে, দয়া ঐ তাঁলেমে কুঁইদি মিরু..."(সাঁওতালী)-

(হু হু করে গাড়ি ছুটছে, মেঠ সুরের এফেক্ট, সবাই চুপ করে দৃশ্য উপভোগ করছে)

দিঘি – কি সুন্দর চারিদিক!! ...কখন যে শহরের কংক্রিটের পরিবেশ থেকে আমরা ঢুকে পড়েছি প্রকৃতির রাজ্যে কথায় কথায় তা টেরই পাইনি...

জয়া – এবার একটু অন্য কথায় যাই ...

সুমন – (উৎসাহিত হয়ে) কি কথা বলুন ...

জয়া - একটু চা খেলে কেমন হয়?

(সকলে হেসে ওঠে ... সবাই বলে ওঠে দারুণ প্রস্তাব ... দারুণ ...)

দিঘি – কিন্তু এখানে তো কোনও চা এর দোকান দেখছিনা ...

সত্য – চিন্তা করোনা দিঘি সে ব্যবস্থা আছে ... জয়াদি থাকতে ভাবনা কিসের?

জয়া – আমার ঐ ব্যাগটা খোলো ... চায়ের ফ্লাস্ক, কাপ সব আছে, বের কর ... তার আগে গাড়িটা একটু থামাও ..... (গাড়ি থামানর শব্দ)

জয়া- দেখ একটা আলাদা প্লাস্টিকের ব্যাগ আছে সবাই চা খেয়ে কাপ ওরমধ্যে ফেলবে (চা পান করার তৃপ্তির আওয়াজ)

দিঘি- (আপ্লুত স্বরে) জয়াদি সব গুছিয়ে এনেছেন

জয়া – সারাক্ষণ তো এই নিয়েই শিক্ষা দিচ্ছি (হেসে) তোমাদের ভাষায় 'জ্ঞান দিচ্ছি' আর নিজেই যদি তা পালন না করি তাহলে...(কথার মাঝেই সত্য বলে ওঠে)

সত্য – হুম বাবা দিদির যেমন কথা তেমন কাজ ... কথা ও কাজে কোনও অমিল নেই (সকলেই হেসে ওঠে)

সুমন- আচ্ছা দিদি এই যে ধান বীজ রুইবার কথা বলছিলেন না, তাতে করে মনে পড়ে গেল আমাদের দেশে ক--ত রকমের ধান বীজ ছিল ... এখন তা হারিয়ে যাচ্ছে মানে সেভাবে চাষ হয়না ... এটা কেন?

জয়া – খুব ভাল প্রশ্ন করেছ সুমন ..... (একটু থেমে) আচ্ছা, তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে তোমার এই প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে 'কৃষক আত্মহত্যা' শব্দটাও একই সাথে মনে ভেসে ওঠে তাই না?

দিঘি –(উত্তেজিত গলায়) ঠিক তাই, একদম ঠিক বলেছেন দিদি, একদম ঠিক ...

জয়া – আগে কৃষকরা নানাবিধ ধানের বীজ বপন করত ও ফসলের একাংশ থেকে বীজ সংরক্ষণ করত। কিন্তু বীজ সংরক্ষণের জাতীয় নীতির পরিবর্তনের দরুন চাষিরা বিশ্বব্যাপী 'সবুজ বিপ্লব' কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়ে পড়ে ও বাধ্য হয় ঋণ নিয়ে বেশি দামে নির্দিষ্ট প্রকারের বীজ কিনতে। ফলে হারিয়ে যেতে থাকে বীজের বৈচিত্র আর সময় মত ধার শোধ না করতে পারার জন্য দরিদ্র চাষিরা নানান চাপের মধ্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

সত্য – ভারতে ছত্তিশগড়ে সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন ধরণের ধান বীজের ফলন হত কিন্তু এখন যে হাইব্রিড ধানবীজের চাষ হয় তাতে রাসায়নিকসার ও কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি তাছাড়া প্রচুর জলসেচেরও দরকার হয় ... তাই চাষের খরচও যায় বেড়ে যেটা তাদের আয়ের থেকে অনেক বেশি তাই তাদের পরিণতি অত করুণ হয় ..... (উপযুক্ত মিউজিকাল এফেক্ট)

জয্যা – এই ঘটনা যে শুধু চাষি-মৃত্যুকে ডেকে আনছে তা নয়, প্রাকৃতিক বীজ ভাণ্ডারকে হারান মানে জীব বইচিত্র হারান, রাসায়নিক সারের প্রয়োগে সয়েল বা মাটির ক্ষতি ও মাটির তলার জল ভাণ্ডার দূষিত হওয়া এবং আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করা অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপদের মুখে ঠেলে নিয়ে যাওয়া .....

দিঘি – আচ্ছা, একই ধরণের বীজ বারবার ব্যবহারের ফলে ফলনের মান ও পরিমাণের ওপরও প্রভাব পড়ে তাই না?

জয্যা – হ্যাঁ, স্থানীয় আবহাওয়া ও বাস্তুতন্ত্রর সাথে মানিয়ে যেমন কৃষিকাজ বা আমাদের খাদ্যের জোগান ও তার গুণমান নির্ভর করে, তেমনই বাস্তুতন্ত্রর সতত বিকাশ নির্ভর করে সেখানকার জীববইচিত্রর ওপর যেমন মাইক্রোবস, কীটপতঙ্গ, পাখি ইত্যাদি ...

সুমন – এটা কি ভাবে কাজ করে একটু বলবেন?

সত্য – মাটিতে থাকা বিভিন্ন মাইক্রোবস পর্যায়ক্রমে জৈব প্রক্রিয়ায় মাটির উর্বরতা বাড়ায় আবার বোলতা, মৌমাছি, ছোটো পাখি ইত্যাদি শস্যর পরাগমিলনে সাহায্য করে ও ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করে ...

জয্যা – তাহলে চাষিদের আর বেশি দাম দিয়ে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক কিনতে হয় না ... (একটু সময় থেমে) চল চল, এবার সবাই গাড়িতে ওঠ ... এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে .....

সকলে – হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবাই উঠে পড় ... (গাড়ি স্টার্ট করার ও চলার আওয়াজ)

(সবাই চুপ চাপ বসে , গাড়ি ছুটছে ... একটু ঘুম ঘুম ভাব সকলের ... সেই এফেক্ট হবে...। হটাত জয়াদি বলে ওঠেন .....)

জয্যা – শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ তোমরা? খাবারের জন্য কি কাতর অনুনয় করছে সবাই ... (খিদের জন্য হাহাকার ও কান্নার আওয়াজ এফেক্ট এর মধ্যেই

জয়াদি বলে চলেন)... দেখ দেখ, ঐ দেখ ওরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ...থামাও, থামাও ওদের থামাও ... শুধু একটা আলু, আলু চাইছে ওরা ... ওরা তো আলুর ওপর বেঁচে থাকে ... সেটাই যে ওদের প্রধান খাদ্য ...

<u>সুমন</u> – কাদের কথা বলছেন দিদি? ...

<u>দিঘি</u> – এখানে তো কেউ নেই ... (উদ্বিগ্ন হয়ে) আপনি কাদের কথা বলছেন দিদি? দিদি আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? এই সুমন জলের বোতলটা দে তো, দিদির চোখে মুখে একটু জল ছিটিয়ে দি ...

<u>জয়া</u> – (ব্যাস্ত হয়ে উঠে বসেন)

এ,বাবা ... ইস আমার একটু চোখ লেগে গেছিল আর সেই ঘোরের ঝোঁকে কি সব বলে ফেলেছি...

<u>সুমন</u> – কারা খিদেতে কষ্ট পাচ্ছে দিদি ? কারা?

<u>জয়া</u> - কিছু মনে করোনা তোমরা, কি বলতে কি বলে ফেলেছি ...

<u>সত্য</u> – দিদি, আপনি কি সেই আয়ারল্যান্ডের ‘আইরিশ পোটাটো ফেমিন’ বা আলু-দুর্ভিক্ষের ঘটনার কথাটা বলছিলেন ..... (একটু থেমে) বলুন না দিদি সে ব্যাপারটা ..... এরা তো জানেনা সে কথা ... আর আজকের এই যাত্রায় সেটা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে ...

<u>জয়া</u> – জানতো, আইরিশ দুর্ভিক্ষের কারণ হল কৃষি বইচিত্রর অভাব ... তারা বছরের পর বছর শুধু এক ধরণের আলুর চাষ করত ফলে উৎপন্ন শস্য বা ফসলের নানা রোগ দেখা দিল, মাটি অনুর্বর হয়ে উঠল ও ধীরে ধীরে ফসল কমে এল ... উৎপাদন এত কমে গেল যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ... লোকজন অনাহারে অসুস্থ হয়ে পড়ল ,এমনকি তারা খাদ্যের সন্ধানে দেশ ত্যাগ করতে শুরু করল ...

<u>দিঘি</u> – তারমানে যে কোনও ফসল একভাবে বছরের পর বছর চাষ করা উচিৎ নয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষ করা উচিৎ

<u>সুমন</u> – তার সব চেয়ে ভাল উপায় হল প্রাকৃতিক ভাবে সংগ্রহ করা বীজ ...

<u>সত্য</u> – জানত ইংরাজিতে একটা কথা আছে ‘Existing variety + accessible wild variety ---- > New crop variety’

জয়া – জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে চাহিদা আর তাই বিদেশের বীজ কোম্পানিগুলি চাষবাসের সব সমস্যার মোকাবিলায় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে ...

সত্য – চাষ ও চাষের জমি সংক্রান্ত ছয়টি গুরুত্ব পূর্ণ দিক হল

১)সেখানকার জীব বইচিত্রর প্রয়োজনীয়তা রক্ষা করা

২)কীট ও রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা

৩)আবহাওয়া ও জলবায়ুর মোকাবিলা করা

৪)পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা

৫)সতত উন্নয়ন বজায় রাখা এবং

৬)পারম্পরিক জ্ঞানকে কাজে লাগান

দিঘি – (উচ্ছসিত হয়ে) এই ষষ্ঠ লক্ষ্যটিকে মাথায় রেখেই আমাদের আজকের 'রোহিন পরব' অভিযান তাইনা সত্যদা?

সত্য – হ্যাঁ, একদম ঠিক কথাই বলেছ ... এই পারম্পরিক জ্ঞানের আর একটা উদাহরণ হল মহারাষ্ট্রে প্রায় ১৬০০ প্রকার ফুলের গাছ আছে যেগুলির ঔষধি গুণ আছে কিন্তু বর্তমানে সেগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে ... কিছু মহিলারা সেগুলিকে আজও রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছেন তাঁদের মত করে ...

সুমন – বাঃ দারুণ তো !!

জয়া - হ্যাঁ, অরণ্যের নবজন্মোৎসব সম্ভাবনায় পাহাড়, শিলাখন্ড, বা জঙ্গলে পূজা, অরণ্যষষ্ঠী এসব শুধু মেয়েরাই করে ..... (হাসতে হাসতে)..... পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে তো এখন শুধুই জামাই ষষ্ঠী .....(সকলে হেসে ওঠে)...

সত্য – মুরুঙ্গাই বা ড্রামস্টিক গাছ চেন তোমরা?

সুমন – হ্যাঁ, সজনে ডাঁটা ...

সত্য – কথায় বলে বাড়িতে সজনে গাছ থাকা মানে বাড়িতে ডাক্তার থাকা ... আর জৈব সার দিয়ে এর খুব ভাল ফলন পাওয়া যায় ... তাছাড়া লাল মাটিতে সারা বছর এবং অন্য মাটিতে খরা বা গরমেও ভাল ফল দেয়

জয়া – দক্ষিণ ভারতে রান্নায় এর খুব ব্যবহার হয় ... সেখানে এর উপকারিতা নিয়ে এক মজার গল্প প্রচলিত আছে ... "বলি নামে এক ব্যাক্তি ঘি দিয়ে এই মুরুঙ্গাই পাতা ভেজে খেয়ে নাকি হাতির চেয়েও বলশালী হয়ে উঠেছিল" ... (সকলে হেসে ওঠে) ...

দিঘি – কি রে সুমন, তুই যা দুবলা-পটকা, খাবি নাকি মুরুঙ্গাই পাতা ভাজা তাতে যদি একটু উপকার হয় ... (সকলের হাসি)

সুমন – (হাসতে হাসতে) মন্দ বলিস নি কিন্তু দিঘি, ট্রাই করতেই পারি .....

দিঘি – আচ্ছা দিদি, শুনেছি যে সারা বিশ্বে যত গাছ (plant) আছে তার মধ্যে ৭০০০ প্রকার গাছ খাদ্য হিসাবে নেওয়া যায় ... তার মধ্যে আমাদের জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৫০% পাওয়া যায় ধান, গম, ও ভুট্টা থেকে ...

সত্য – হ্যাঁ, ধান, গম, ও ভুট্টার চাহিদাও তাই বেশি ... কিন্তু মিলেট বা বাজরা জাতীয় শস্যে প্রোটিনের মাত্রা গমের কাছাকাছি, তাছাড়া ভিটামিন-বি, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন ইত্যাদির মাত্রাও নেহাত কম নয় ... সবচেয়ে বড় কথা বাজরা চাষে জল খুব কম লাগে এবং অনেক ধকল সহ্য করেও গাছ ভাল ফলন দেয় ...

জয়া- কিন্তু আমাদের মোট খাদ্য শস্যের মাত্র ১% বাজরা উৎপন্ন করা হয় ...

সুমন – তার মানে আমরা যদি আমাদের খাদ্যাভ্যাস কিছুটা বদলাতে পারি তাহলে ভাল হয় ... কারণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শস্য উৎপাদনের সুফল পাওয়া যায় ...

সত্য – শুধু তাই নয় বন্যা বা খরার হাত থেকে বাঁচতে ক্ষুদ্র চাষিরা এমন বীজ বপন করতে পারেন যা বন্যা, খরা বা নোনা মাটির প্রতিকূলতা সইতে পারে .....

আফ্রিকার ইথিয়োপিয়ায় বর্ষা কবলিত অঞ্চলে গম, ডাল এসবের পরিবর্তে বার্লি, ঘাস মটর ও টেফ (teff) চাষ করা হয় ... টেফ প্রধান ফসল হিসাবে খুব ভাল কাজ দেয় ...

দিঘি – তাহলে কৃষির প্রয়োজনীয়তা এবং তার গুণমান রক্ষায় সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সতত বিকাশের পথে বিশ্বের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূরীকরণ ও বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এক বড় পদক্ষেপ ...

সত্য - এইতো কি সুন্দর ধরতে পেরেছ আইডিয়াটা ...

জয়া - দেখ দেখ, ঐ দেখ দূ-রে মাঠের রাস্তা দিয়ে সারে সারে লোকজন আসছে ... কি জমকালো পোশাক পরেছে সবাই ... ঠিক মনে হচ্ছে যেন ছবি ...

দিঘি - তারমানে আমরা প্রায় এসে পড়েছি তাইনা সত্যদা?

সত্য - হ্যাঁ, (আবেগ পূর্ণ গলায় বলে ওঠে) কান পেতে শোনো ... ওরা বলছে, "ঝিপিঝিপি দা মে, হরিয়েরগে হয়দে, দয়া ঐ তাঁলেমে কুঁইদি মিরু..." ওরা গাইছে ... ওদের গান শুনতে পাবে ...

(ভেসে আসে সাঁওতালি সুরে "কাঁচা ফল পেড়ো না, কাঁচা ফল তেতো, কাঁচা ফল টক, পাকা মিষ্টি ফল খাও, বীজ রাখ মাটিতে, সিংবোঙা তাপ দেবে, বৃষ্টি দেবে জল, মাটি মায়ের কোলে জন্ম নেবে ছোট্ট চারাটি")

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx সমাপ্ত xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx